দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

015

শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প

মোঃ আবদুস সামাদ

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবী আজ আমাদের কাছে ছোট হয়ে গেছে। বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষ উচ্চশিক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই জল, স্থল এবং আকাশপথে প্রতিদিন পাড়ি জমাচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে। এভাবে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের পরস্পর বন্ধুত্বভাব গড়ে উঠছে। তাই পৃথিবীকে বর্তমানে একটি পরিবারের সাথে তুলনা করা যায়। এ পরিবারের অনেক সদস্য আছে। তদ্রূপ প্রানেরা এক-একটি অঞ্চ পরিচালনা করেন। এসব অঞ্চল এক-একটি দেশ নামে পরিচিত। ভৌগোলিক কারণে যদিও এসব দেশের মানুষের আকৃতিগত ও পরিবেশগত পার্থক্য দেখা যায়, তথাপি এদের অধিকাংশই পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের কেউ কেউ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত। ফলে অতীতে বহু দেশ ধ্বংস হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়ত হবেও। আবার কোন কোন দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠছে। কিন্তু বেশির ভাগই নিম্ন পর্যায়ের। ঐসব স্থানে আধুনিক সভ্যতার আলো আজও পৌঁছেনি। এর মূলে রয়েছে কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ। এসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায়, কোনটিতেই সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না এবং নেই। সঠিক শিক্ষা পাইনা বলেই শিক্ষার্থীদের প্রতিভার সার্বিক বিকাশ ঘটে না। সেজন্য দেশ ও জাতি এদের কাছ থেকে আশানুরূপ ফল পায় না। এর মূল কারণই হলো সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব। তাছাড়াও সঠিক ব্যবস্থাপনাসহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই বলেই অপরিকল্পিত উপায়ে উৎপাদনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন লুট, ধর্ষণ, খুন চোরাকারবারী, নারীপাচার এবং যানবাহন দুর্ঘটনা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ প্রতি বছর খরা, বন্যা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হচ্ছে। এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি দেশেই শান্তি ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ তন্মধ্যে একটি। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যৎসামান্য পরিবর্তন হয়েছে। উন্নত দেশের তুলনায় এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের গুণগত মান অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নমানের। আবার শহর ও পল্লীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত। এ ব্যবধান দূর করার জন্য সরকারী পর্যায়ে আজও আশানুরূপ শিক্ষাপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। তবে প্রতি বছর কিছু প্রাথমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং মহাবিদ্যালয় সরকারী করণ করা হলেও শিক্ষার দুরাবস্থা শিক্ষাঙ্গণ হতে আজও দূর করা সম্ভব হয়নি।

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কিভাবে শিক্ষাদান করতে হবে এর উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আজও হয়নি। একজন শিক্ষকের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন তা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বেশির ভাগেরই অনুপস্থিত বলে অভিযোগ। প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং মহাবিদ্যালয়ের (ম্যানেজিং কমিটি) পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত কোথায়ও কোথায়ও দুর্নীতিপরায়ণ ও প্রভাবশালী। তারা শিক্ষকদের পরিচালনা এবং পরামর্শ দানে অক্ষম। তাছাড়াও রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং শিক্ষকদের স্বল্প বেতন শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে, পত্রপত্রিকায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে, বেতার ও টেলিভিশনে শিক্ষানীতি, পরীক্ষাপদ্ধতি, লেখাপড়ার মান এবং শিক্ষার অবমূল্যায়ণ ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা দেখা যায়। অনেকেই শিক্ষার উপর গবেষণা করে পত্রপত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলুষিত হওয়ার প্রধানত ৪টি কারণ উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছেঃ (১) রাজনৈতিক অস্থিরতা, (২) প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, (৩) প্রশাসনিক দুর্বলতা, (৪) ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে অভিভাবক বিশেষের ছাত্র ব্যবহার।

তবে শহরে বেসরকারী পর্যায়ে কিন্ডার গার্টেন সিস্টেমে কিছু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে দু একটিকে উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এতে সামান্য সংখ্যক শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। এখানে বেতনের পরিমাণ এত বেশি যে সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দুঃসাধ্য। উল্লিখিত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র এবং শিক্ষকদের প্রচেষ্টায়ই বিনাবেতনে কিছু বিদ্যালয় স্বল্পকালীন সময়ের জন্য গড়ে উঠে এবং পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এসব প্রচেষ্টা যদিও শিক্ষা উন্নয়নের কিছু অনুকূলে তথাপি অর্থ এবং সঠিক নেতৃত্বদানের অভাবে নতুন নতুন শিক্ষা প্রকল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

সর্বদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায়, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এদেশের বিদ্যালয়সমূহের মান নিম্নপর্যায়ের। তাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পৌঁছানোর জন্য চাই প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি।